সৌদি আরব নাকি নারী অধিকারের চ্যাম্পিয়ন!

গোটা দুনিয়ার মানুষকে স্তম্ভিত করে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে রাষ্ট্রসংঘের 'কমিশন অন দ্য স্ট্যাটাস অফ উওমেন'-এ যে দেশটি নির্বাচিত হয়েছে, তার নাম সৌদি আরব! এই কমিশনের কাজ কী? তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটেই বলা আছে যে, এটি হল এমন একটি সংস্থা যার মূল কাজ বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা ও নারীর ক্ষমতায়নে সাহায্য করা। এবার সে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবকে, 'চরম রক্ষণশীল' যে দেশে নারী-স্বাধীনতা আকাশকুসুম কল্পনার বিষয়।

এই কমিশনটিকে নির্বাচন করে রাষ্ট্রসংঘের ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল। গত ২৬ এপ্রিল ইরাক, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, তুর্কমেনিস্তান ও সৌদি আরব— এই পাঁচটি দেশের মধ্য থেকে চার বছরের জন্য মোট ৫৪টি ভোটের মধ্যে ৪৭টি পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে শেষের দেশটি।

রাষ্ট্রসংঘের এ হেন নির্বাচনের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে মানবাধিকার ও নারী-অধিকার সংগঠনগুলি। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ সংগঠনের এক গবেষিকা প্রশ্ন তুলেছেন, যে দেশে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের চিহ্নমাত্র নেই, তাকে নারী-অধিকার রক্ষার চ্যাম্পিয়ন বানানো হয় কোন হিসাবে! তিনি বলেছেন, সৌদি আরব এমন এক গোঁড়া রক্ষণশীল দেশ যেখানে মেয়েদের কোনও দিনই সাবালকত্ব অর্জন করতে দেওয়া হয় না। পুরুষ আত্মীয়ের অভিভাবকত্বে থাকতে হয় আজীবন। বিদেশে বেড়াতে যেতে, বিবাহ করতে, চাকরি পেতে, এমনকী চিকিৎসা পেতে হলেও পুরুষ অভিভাবকের অনুমতি জোগাড় করতে হয় নারীদের। গাড়ি চালাবার অধিকার দূর অস্ত, সৌদি আরবের মেয়েরা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার পর্যন্ত অধিকারী নয়।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এ হেন একটি দেশকে রাষ্ট্রসংঘ যদি বিশ্ব জুড়ে নারী-অধিকার রক্ষার নজরদার হিসাবে বেছে নেয়, তাহলে বিশ্বের মানুষের কাছে তার নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট হয়ে যায় না কি?

কিন্তু কীভাবে নির্বাচিত হল সৌদি আরব? কারা তাকে সমর্থন করল? গোপন ব্যালটে ভোট নেওয়া হলেও হিসাব বলছে, ইউরোপের অন্তত পাঁচটি দেশ সৌদি আরবকে সমর্থন করেছে। অনেকেই মনে করছেন, এই দেশগুলির মধ্যে অবশ্যই রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন। গত বছর রাষ্ট্রসংঘেরই মানবাধিকার কাউন্সিলে সৌদি আরবের সদস্যপদ পুনর্নিয়োগে সমর্থন দিয়েছে কি না, সে কথা জানাতে অস্বীকার করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে এঁরা বলছেন, ইদানীংকালেও সৌদি আরব সহ 'গাল্ফ কোঅপারেশন কাউন্সিল'-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটেনকে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে দেখা যাচ্ছে। তাদের আশা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর এইসব দেশের সঙ্গে লোভনীয় বাণিজ্যিক চুক্তি করা যাবে। নিজের দেশের কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের মুনাফার স্বার্থেই সৌদি আরবের পিঠ চাপড়াচ্ছে ব্রিটেন। সেই স্বার্থেই চরম নির্লজ্জের মতো নির্মম পুরুষতন্ত্রের ধারক-বাহক একটি দেশকে নারী-অধিকার রক্ষার চ্যাম্পিয়ন সাজিয়েছে তারা।

(সূত্র ঃ সবরংইন্ডিয়া, ২৭ এপ্রিল, '১৭)